গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৫ মার্চ, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

স্ট্যালিন স্মরণে

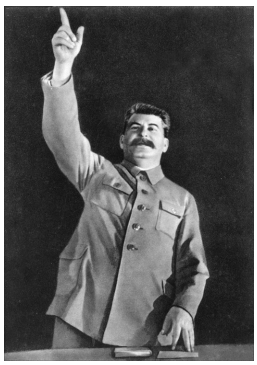

২১ ডিসেম্বর, ১৮৭৯ — ৫ মার্চ, ১৯৫৩

''...বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম গতি ও বিকাশের মধ্য দিয়েই যখন চলছে, পুরাতনের বিনাশ ও নবীনের আবির্ভাবই যেহেতু বিকাশের নিয়ম, তাই কোন সমাজব্যবস্থাই অপরিবর্তনীয় হতে পারে না; ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণের পিছনে কোন 'শাশ্বত নীতি', জমিদারের কাছে কৃষকের, পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকের পদানত থাকার পিছনে কোন 'শাশ্বত ভাবধারা' থাকতে পারে না।

অর্থাৎ, একদিন যেমন বিকাশের যুগের পুঁজিবাদ সামন্তী সমাজের স্থান দখল করেছিল, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজের জায়গায় আসবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

সুতরাং বর্তমান মুহূর্তে প্রধান সামাজিক শক্তি হিসাবে অবস্থান করলেও সমাজের যে অংশের আর বিকাশ ঘটছে না, সেই অংশের স্বার্থ অনুযায়ী আমাদের নিজেদের গড়ে তোলা উচিত নয়, বরং বর্তমান মুহূর্তে প্রধান শক্তি হিসাবে অবস্থান না করলেও সমাজের যে অংশটি বিকাশশীল, সেই অংশের স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।'

— স্ট্যালিন

(দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ)

কমরেড নীহার মুখার্জীর শারীরিক অবস্থা

ইতিপূর্বে জানানো হয়েছিল যে, ১২ জানুয়ারি সল্ট লেকের কেন্দ্রীয় কমিউনে পড়ে গিয়ে প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর ডান পায়ের নেক ফিমার ভেঙে যায়। প্রখ্যাত অস্থিশল্যবিদ ডাঃ অঞ্জন পান ও সহযোগী চিকিৎসকরা ২৩ জানুয়ারি অপারেশন করে সেখানে কৃত্রিম হাড় প্রতিস্থাপন করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সল্টলেকের কেন্দ্রীয় কমিউনে আরোগ্যলাভ করছিলেন। এই সময়ে পুনরায় এক খারাপ ধরনের ইনফেকশনের ফলে তাঁর প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে ও নানা জটিলতা দেখা দেয়। ফলে ১৭ ফেব্রুয়ারি পুনরায় ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। প্রোফেসর এন কে মজুমদার, ডাঃ কে বি বক্সী, ডাঃ সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য, ডাঃ গৌতম সরকার, ডাঃ সঞ্জয় ঘোষ, ডাঃ সুনন্দ অধিকারী ও অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করে চলেছেন।

চিকিৎসকদের মতে, ইনফেকশন থেকে তাঁর যেহেতু বারবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে, বয়সের ভার ও ডায়াবেটিসের ফলে রোগের জটিলতাও বাড়ছে, তাই উদ্বেগজনক অবস্থা এখনও কাটেনি।

ভারত উদয়

খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার উপচে পড়ছে

ক্ষুধার জ্বালায় মা বেচছে সন্তান

আশির দশকের মাঝামাঝি ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার ছোট্ট মেয়ে বণিতা যখন বিক্রি হয়ে গেল, বিস্ময়ে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। দু-দশক বাদে এক মাসের একটি বাচ্চাকে তাঁর মা যখন ১০ টাকার বদলে বিক্রি করে দিল, তখন তাঁর কান্নায় আমরা কান দিইনি। ওড়িশার অন্যগুল জেলার বড়িবাহাল গ্রামের বাসিন্দা ৩৫ বছরের সুমিত্রা বেহেরার নিজের ১ মাসের শিশুকন্যাটিকে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। এ না করলে বাঁচানো যেত না তাঁর অপর দুই সন্তান ১০ বছরের উর্বশী এবং ২ বছরের বনবাসীকে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ওড়িশা রাজ্যেরই অন্যগুল, পুরি ও কেওনঝর জেলার তিনটি পরিবার দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শেষপর্যন্ত সন্তান বিক্রি করার পথ বেছে নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

দু-দশক আগে যখন মাত্র ২০০০ টাকার বিনিময়ে এক তরুণী একটি প্রখ্যাত সংবাদপত্রের সাংবাদিকের কাছে বিকিয়ে গেল, ভারতবাসী আরো একবার স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নারীকে পণ্যের মতো করে বেচা-কেনা করা হয় যে বাজারে তার চেহারা ফাঁস করে দিতে সেই নির্ভীক সাংবাদিকটিকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। তবে 'ভারত উদয়'-এর ঝকমকে বিজ্ঞাপনের আড়ালে লুকিয়ে রাখা এদেশের অন্ধকার মুখটিকে আবরণ ছিঁড়ে বার করে আনতে আর কোনও অনুসন্ধানী সাংবাদিকের প্রয়োজন হয় না। এখন এক বোতল 'মিনারেল ওয়াটার'-এর চেয়েও কম দামে মানবশিশু কেনা-বেচা চলে।

নয় বছরের শিশু রাজেন। গৌহাটির আঁস্তাকুড়ে আবর্জনা ঘেঁটে কিছু টাকা তুলে দিতে চায় অভাবী মায়ের হাতে। *(দি হিন্দু,২৪/০২/২০০৪)*

এই অসহনীয় দারিদ্র্যকে যখন প্রধানমন্ত্রীর 'ফিল গুড ফ্যাক্টর'-এর বিলাসবহুল গাড়িটির চাকা। এসব ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন ক্রিকেটারদের জীবনকাহিনী,

সাতের পাতায় দেখুন

২৪ ফেব্রুয়ারির সফল ধর্মঘটে

শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেল

২৪ ফেব্রুয়ারি সারা ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ছিল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সেইসব আর্থিকনীতির বিরুদ্ধে যা শ্রমিক কর্মচারীসহ সকল অংশের সাধারণ মানুষের জীবনে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা নামিয়ে এনেছে। বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ছিল এই ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান দাবি। সরকারের আর্থিক ও শিল্পনীতি যখন সরকারি ও বেসরকারি সকল অংশের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন-জীবিকার উপর প্রবল আঘাত হানছে, ঠিক তখনই সুপ্রিম কোর্ট একটি বেনজির রায় দিয়ে ঘোষণা করল সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার নেই। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক মন্ত্রী এবং এমনকি কংগ্রেসের নেতানেত্রীরাও সেদিন এই রায় সমর্থন করেন না বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে কর্মচারীদের এই অধিকার রক্ষার জন্য এক বিন্দু চেষ্টাও করেননি।

২৪শে'র ধর্মঘটের দাবি ছিল — সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। বস্তুত এই অধিকার হরণের মধ্য দিয়ে কার্যত আন্দোলন করার অধিকারকেই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, এ আই সি সি টি ইউ, টি ইউ সি সি এবং ইউ টি ইউ সি (বউবাজার) এই ছ'টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

বধূহত্যা, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু

ভগবানপুরে বন্‌ধ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার বিভীষণপুর গ্রামের রেশন ডিলার অমূল্য সামন্তের পুত্রবধূ বাণীবালা সামন্ত (৩৫) ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মেয়ের বাবা বধূহত্যার অভিযোগ এনে থানায় ডায়েরি করতে গেলে নানা টালবাহানা করে অবশেষে ডায়েরি লিখলেও অভিযুক্ত কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। এই এলাকায় একের পর এক চুরি, ডাকাতি, সমাজবিরোধীদের অত্যাচার এবং ১২টি বধূহত্যার ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কোন ভূমিকা নেয়নি। বাণীবালা সামন্তের মৃতদেহ ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে গ্রামে পৌঁছালে বিভীষণপুর বাস স্ট্যান্ডে রাস্তা অবরোধ করে এলাকার কয়েকশ' মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ অবরোধ হঠাতে বিনাপ্ররোচনায় ২৫ রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে তপন মান্না (৩৩) ঘটনাস্থলে মারা যান। গোকুল বর্মন নামে এক স্কুল ছাত্র গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। এর প্রতিবাদে ২৭ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই ১২ ঘণ্টা ভগবানপুর থানা বন্‌ধের ডাক দেয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি থানা জুড়ে দলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল, পথসভা করে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচার করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি বন্‌ধ হয়েছে সর্বাত্মক, একটি রিক্সা ভ্যানও চলেনি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সাড়া দেন। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছে — বধূহত্যার ঘটনায় যুক্ত লোকেদের গ্রেপ্তার, গুলিচালনায় অপরাধী পুলিশ অফিসারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মৃত তপন মান্নার পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, আহত ছাত্র গোকুল বর্মনের চিকিৎসার খরচ ও ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এলাকায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বন্‌ধ সফল করার জন্য দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস জনগণকে অভিনন্দন জানান।

মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ও চাকরির দাবিতে যুববিক্ষোভ, অবস্থান

কোচবিহার

এ আই ডি ওয়াই ও কোচবিহার সদর কমিটির উদ্যোগে মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে, সকল বেকারের কাজ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও বন্ধ চাবাগানগুলি খোলার দাবিতে ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতাবাজি বন্ধ সহ যুবজীবনের অন্যান্য দাবিতে ২০ ফেব্রুয়ারি কোর্ট মোড়ে এক যুব অবস্থান-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড নাজমা খোন্দকার, কমরেড প্রভাত রায়, কমরেড কৃষ্ণ বর্মন, কমরেড রবীন রায় সহ অন্যান্য যুব নেতৃবৃন্দ। পথ চলতি বহু মানুষ দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে বক্তব্য শোনেন।

উত্তর চব্বিশ পরগণা

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে উপরোক্ত দাবিতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি শতাধিক যুবক-যুবতী বারাসাত ডি-এম অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। পরে জেলা আবগারী দপ্তরের অধিকর্তার কাছে জেলায় মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড আব্দুল আলিম, কমরেড মহম্মদ নিজামুদ্দিন ও কমরেড তারক দাস।

নদীয়া

নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে কৃষ্ণনগর ডি-এম অফিসে ডেপুটেশন-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দীপ চৌধুরী, কমরেড সাইফুল ইসলাম ও কমরেড সেলিম শেখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিউড়িতে যুব কনভেনশন

ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া, লাইসেন্সহীন 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' নামক মদ ব্যাপক বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং বেকারদের চাকরি, স্বল্প সুদে সরল পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক ঋণ, বেকারভাতা ইত্যাদির দাবিতে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার সিউড়ী ২নং ব্লকের হাটইকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড বদি কিস্কু। প্রস্তাবের সমর্থনে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড পাগাল মারডি বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা কমরেড মানস সিংহ বলেন, যুবজীবনের জ্বলন্ত সমস্যার বিরুদ্ধে যাতে যুবসমাজ সঠিক পথে উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য তাদের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করতে ঢালাও মদের ও অপসংস্কৃতির আমদানি করা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভা শেষে কমরেডস সেখ নুর আলিকে সভাপতি ও প্রফুল্ল দাসকে সম্পাদক করে ১১ জনের আঞ্চলিক ডি ওয়াই ও কমিটি গঠন করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার শহরের কোর্ট মোড়ে যুব অবস্থান-বিক্ষোভ

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা শেষ হোল

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ-এর তত্ত্বাবধানে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হল। পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সারা রাজ্যে ২৭১৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

সরকার সার্কুলার জারী করে বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধের অপচেষ্টা করেছিল। এছাড়াও শাসক দলের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে। তথাপি সর্বত্র সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় পর্ষদের সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মার্কশিট দেওয়া হবে। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়া মে মাসে অনুষ্ঠান করে বিশেষ কৃতী ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

প্রায় ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ এই পরীক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে একে সফল করার কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করছেন। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এভাবে কাজ করার দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন। ১৩ বছর ধরে নিরলসভাবে শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী মানুষজন যেভাবে সহযোগিতা করছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

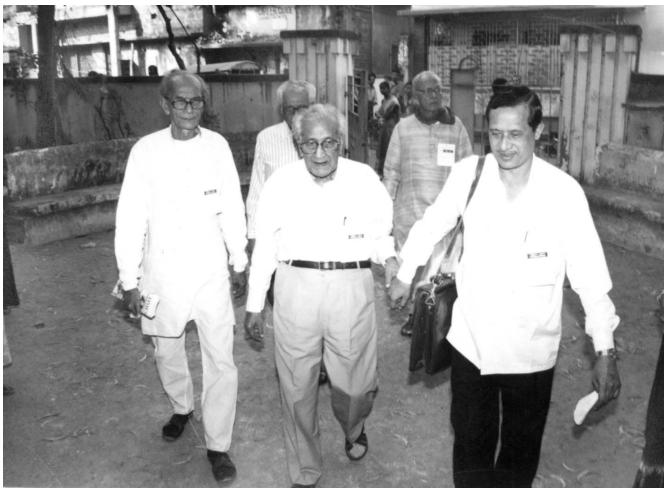

পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন পর্ষদ সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে ও পর্ষদ সম্পাদক কার্তিক সাহা

১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম এই পরীক্ষার সূচনা হয়েছিল। সে বছর ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল — যা বর্তমানে প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিন্দুমাত্র সততা থাকলে অবিলম্বে তারা বৃত্তি পরীক্ষা চালু করবে। সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা ও উপযুক্ত মানের ইংরেজি বই সরবরাহ করার দাবিও পর্ষদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে।

খাতড়া-ইন্দপুর বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

বাঁকুড়া জেলার মলিয়ান হাটতলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক দিবাকর শর্মা। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সুভাষ মাজি। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রবীর কর্মকার, তরুণ মহান্তি, বৈদ্যনাথ মণ্ডল, পঞ্চানন মণ্ডল ও হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সকল বক্তাই আবেগের সাথে এলাকার সফল আন্দোলনগুলির উল্লেখ করেন। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ বলেন, স্থানীয় পর্ষদ অন্যায়ভাবে সমগ্র এলাকার লাইন কেটে দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ইন্দপুর পর্ষদ অফিস ও খাতড়ায় এ-ই অফিসে ঘেরাও করে গ্রাহকরা পুনরায় লাইন জুড়ে দিতে পর্ষদকে বাধ্য করেছেন এবং বেশ কিছু ভুতুড়ে বিল সংশোধিত করাতে বাধ্য করেন। আগামী দিনে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর আরও ভয়ঙ্কর আক্রমণ রুখতে সমিতি শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

প্রবীর কর্মকারকে সম্পাদক শিবপ্রসাদ কর্মকারকে সভাপতি নির্বাচন করে ২০ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

শিলিগুড়িতে ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি সহ সারা রাজ্যে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, অশ্লীল সিনেমা, পত্রপত্রিকার প্রচার বন্ধ করা এবং দ্বিচক্র যানের বাড়তি ট্যাক্স বাতিল করার দাবিতে ছাত্র-যুব-মহিলারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ১১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি শহরে। ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এসের উদ্যোগে তাঁরা মিছিল করে গিয়ে জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড উদয় কুণ্ডু, অনুপ বিশ্বাস ও জয়ন্তী ভট্টাচার্য।

কোথা থেকে আসছে এত টাকা

সাধারণ মানুষ ক্রমবর্ধমান সুতীব্র আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত হলেও বিজেপি'র শাসনে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিপুল পরিমাণে লাভবান হয়েছে। এমনকি প্রাক্-ভোট বাজেটেও একচেটিয়া মালিকদের ঝুলি ভরে দিয়েছে বিজেপি। বাজেটেও তাই-ই করেছে। এখন বিজেপি'র নির্বাচনী তহবিলের ঝুলি ভরে দিচ্ছে একচেটিয়া মালিকেরা। সংবাদে প্রকাশ, চারশো প্রার্থীর জন্য ৪০০০ কোটি টাকা খরচ করা বিজেপি'র কাছে নাকি কোন সমস্যাই নয়।

গদীতে আসীন বিজেপির থেকে তুলনামূলকভাবে একটু পিছিয়ে পড়লেও কংগ্রেসও যে পরিমাণ টাকা একচেটিয়া মালিকদের কাছ থেকে তুলবে তার পরিমাণও কম নয়। তারাও নেতাদের নির্বাচনী প্রচারের জন্য বিমান হেলিকপ্টার ভাড়া করবে। সংবাদে এও জানা গেছে যে, ভোটের আগে বিজেপি যে খবরের কাগজ ও টি ভি-তে বিজ্ঞাপনের তুফান তুলেছে, শুধু তা মোকাবিলার জন্যই কংগ্রেসের চাই দু-আড়াইশো কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের উচ্চস্তরের নেতারা বড় বড় শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাকা আদায়ে নেমে পড়েছে।

পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন সি পি এমও। সংবাদে প্রকাশ, কেবল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা থেকেই তারা তুলবে তিন কোটি টাকা। এই নজিরকে সামনে রেখে, সংবাদপত্রের একটি মহলের (বর্তমান, সম্পাদকীয় ২৫-২-০৪) অনুমান, শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকেই তারা নাকি তুলবে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার, বিজেপি, কংগ্রেস, সি পি এম বা অন্য রাজ্যের আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি প্রকৃতপক্ষে কত টাকা তোলে তা কোনদিনই জানা যায় না। কারণ এর বেশিরভাগটাই বেআইনি কালো টাকার লেনদেন, তাই প্রায় পুরোটাই থাকে পর্দার আড়ালে। ভোটের প্রচারের ডামাডোলে মাঝে মধ্যে পর্দা একটু সরে গেলে বা পর্দার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অন্দরের চেহারার যে ঝলক দেখা যায়, তারই পরিমাণ শত শত কোটি টাকা। কোথা থেকে আসছে এত টাকা? আসছে তাদের কাছ থেকেই যারা এসব দলের শাসনে প্রচুর সুযোগসুবিধা পেয়ে চলেছে এবং ভাল পরিমাণ টাকা কামিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ''সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিজেপি জমানায় সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু ছোট কোম্পানিগুলি তেমন সুবিধা করতে পারেনি।'' সংবাদে আরও প্রকাশ, দেশের ১০০০ কোম্পানি মোট যা লাভ করেছে তার ৮৭.০৩ শতাংশই টেনেছে মাত্র ১০০ কোম্পানি। ''কোম্পানিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়রা মোর্চা সরকারের দেওয়া সুবিধার পুরো ফায়দা নিয়েছে।'' (প্রতিদিন ২০-২-০৪) বিজেপির আশীর্বাদকের তালিকায় রয়েছে ভারতি টেলিকম সাম্রাজ্যের মালিক সুনীল মিট্টাল, রতন টাটা, কুমার মঙ্গলম বিড়লা, রিলায়েন্সের মালিক আম্বানিরা এবং শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজ কালো টাকার মালিকরা। বিজেপির আমলে ফাটকা শেয়ার বাজার দারুণ 'চাঙ্গা' হওয়ায়, সেই সুযোগে এরা কোটি কোটি টাকা লুটেছে। সংবাদে প্রকাশ, শুধু এই শেয়ার দালালরাই বিজেপির জন্য তুলবে ১০০ কোটি টাকা।

বিজেপির চাঁদা শুধু তাদের দলের নেতারা তুলছেন না। তার সঙ্গে বোম্বে ডাইংয়ের মালিক নসলি ওয়াদিয়াও চাঁদা তুলছেন। সংবাদে এও প্রকাশ, একচেটিয়া মালিকদের কাছ থেকে ''বিজেপি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেলেও কংগ্রেস, সমাজবাদী দল এবং তেলুগু দেশমকেও আম্বানিরা সাহায্য করছে।''

সি পি এমের ঝুলি ভরে দিচ্ছে কারা? সিকি শতাব্দের বেশি রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার সুবাদে গোয়েঙ্কা, অম্বুজা, টোডি, সাহারা, এমনকি চ্যাটার্জী-সোরস, টাটাদের তারা বহু টাকা কামাবার সুযোগ করে দিয়েছে। বিড়লারা সি পি এমের দীর্ঘদিনের বন্ধু। এছাড়াও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের লুঠেরা চটকল ও চা-বাগান মালিকরা, সি পি এমের প্রশ্রয়ে যারা শ্রমিক মেরেও পার পেয়ে যাচ্ছে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা কোটি কোটি টাকা যারা মেরে দিচ্ছে। রয়েছে অসংখ্য ভেড়ি, ইটভাটার মালিক ও প্রমোটার, যারা সি পি এমের প্রত্যক্ষ মদতে জলা পুকুর বোজাচ্ছে, নদী পর্যন্ত দখল করে কোটি কোটি টাকা লুঠছে। এরা হিন্দুজা, আম্বানি, সুনীল মিট্টাল না হলেও এক একজন দু-দশ-একশো কোটি টাকার মালিক এবং সংখ্যায় এরা প্রচুর। এদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা সি পি এম তুলবে বলেই সকলের ধারণা। তারপর এ রাজ্যে বিজেপি কংগ্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভোটে তারাও টাকার ফোয়ারা ছোটাবে। বামপন্থাকে বহুদিন আগেই তারা বিসর্জন দিয়েছে, এখন বাইরে অন্তত লোকদেখানো নীতির যে আলখাল্লাটা পরে তারা চলছিল তাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কারণ, যেভাবেই হোক পার্লামেন্টে তাদের কিছু আসন চাই। তাহলেই তারা ক্ষমতার অলিন্দে যারা থাকবে তাদের সাথে বা তাদের আশেপাশে থাকতে পারবে। সুযোগ বুঝে দরকষাকষি করে বেশি সুবিধাও নিতে পারবে। তার জন্য যে রাজ্যে যার সাথে গেলে তাদের আসন পেতে সুবিধা হবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাই তারা করবে। অন্যদিকে সেই সীমিত আসনে জেতবার জন্য বুর্জোয়া দলগুলির মতই সাধ্যমত বিপুল পরিমাণ টাকা তারাও খরচ করবে, সেই টাকা যেমন করে বা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন। এই দুর্নীতি আজ পুঁজিবাদেরই অঙ্গ। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদ আজ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। স্বাভাবিকভাবেই এই পুঁজিবাদকে যারা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তারাও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সি পি এমও এর বাইরে থাকতে পারে না।

আমাদের দল বারবার দেখিয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্র এখন প্রহসনমাত্র। জনগণের ভোটে এখন সরকার নির্বাচিত হয় না। শাসকদল বা বিরোধী বুর্জোয়া এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি মানি, মাসল ও মিডিয়া অর্থাৎ টাকার জোর, গুণ্ডার জোর ও প্রচারের দৌলতে ভোট কেড়ে নেয়। টাকার জোরে তারা নিরন্ন অসহায় গরিব মানুষকে প্রলোভিত করে, তাদের বিবেক ক্রয় করে, বেকার যুবকদের পার্টির দাসে পরিণত করে নির্বাচনে ব্যবহার করে এবং টাকা দিয়ে মাফিয়া-গুণ্ডাদের হাত করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অবাধ নির্বাচনের পরিবেশটাই খতম করে। তাছাড়া একচেটিয়া মালিকরা শুধু টাকাই জোগায় না, তাদের পছন্দ করা দলগুলিকেই এবং তাদের নেতাদের রেডিও-টি ভি-খবরের কাগজে প্রচার দিয়ে দিয়ে জনগণের সামনে এমন করে উপস্থিত করে এবং গোটা দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে যাতে জনসাধারণ এদের মধ্যেই কাউকে বেছে নিতে বাধ্য হয়।

একদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট, অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট এইভাবে রাষ্ট্রীয় স্তরে মুখ্য দুই জোটকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থাকে এদেশের মালিকশ্রেণী প্রায় চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ফেলেছে। জনগণের সামনে বিষয়কে এমনভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে যে, বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে একজনের প্রতি তুষ্ট না হলে অন্যজনকে বেছে নাও। আর দু-দলের ওপরই অসন্তুষ্ট হলে পাশাপাশি রয়েছে রাজ্য স্তরে জাতপাতভিত্তিক ও বিভিন্ন আঞ্চলিক দল। তার মধ্যে সি পি এমও আছে। তাকেও ভোট দাও, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। এইভাবে শোষণমূলক বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে রক্ষা করার অন্যতম স্তম্ভ বাণিজ্যিক ও সরকারি প্রচারমাধ্যম পরিকল্পিতভাবে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলিকেই প্রচার দিতে থাকে। তারা দেখায়, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে জনগণই আসল শক্তি। তারা ইচ্ছা করলেই সরকার বদলে দিতে পারে। যেটা তারা বলে না, তাহল, জনগণের ইচ্ছার ওপর বুর্জোয়াদের লাগাম পরানো আছে। প্রচারের তোড়ে তারা জনগণের চোখ খোলার বদলে জনগণের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয়। একচেটিয়া মালিকদের শ্রীবৃদ্ধি, সম্পদবৃদ্ধিকে তারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি, জাতির অগ্রগতি ও সরকারের সাফল্য বলে দেখায়। সতীদাহের যুগে স্বার্থান্ধ ও ধর্মান্ধ সমাজপতিরা যেমন ধুতুরো মেশানো সিদ্ধির কড়া নেশায়, ঢাকঢোলের প্রচণ্ড আওয়াজের তলায় সতীর বুকফাটা কান্নাকে চাপা দিত, তেমনি ভোটের প্রচারের দামামার আওয়াজের তলায় চাপা দেওয়া হয় কোটি কোটি বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক, গরিব চাষীর কান্না, কোটি কোটি স্কুলছুট শিশু ও শিশুশ্রমিকের আশাভঙ্গের ব্যথা, অসহায় পিতামাতার দীর্ঘশ্বাস, দুর্বৃত্তের হাতে ইজ্জত খোয়ানো, অভাবে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারীর ক্রুদ্ধ অভিশাপ। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্রমবর্ধমান দুঃখের নিষ্ঠুর সত্যকে বিভিন্ন শাসকদল, গদিলোভী বিভিন্ন বিরোধী দল চাপা দেয় মালিকশ্রেণীর মদতে ভোটের প্রচারে সাফল্যের ঢাক পিটিয়ে।

তারা ভুলিয়ে দেয় যে, ভোট হল রাজনৈতিক সংগ্রাম, যার একপক্ষে থাকে নানা পতাকা ও স্লোগানের আড়ালে মালিকশ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, অন্যদিকে থাকে সর্বহারাশ্রেণীর যথার্থ বিপ্লবী দল। জনগণের উচিত মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সকল দলকে বাদ দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনের শক্তিকে বেছে নেওয়া। বিজেপি, কংগ্রেস বা জাতপাত বা নানা রং-এর আঞ্চলিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে যাইই বলুক নীতি তাদের এক। ৯০ সালে কংগ্রেস যে নয়া আর্থিক নীতি ও বিশ্বায়ন চালু করেছে, স্বদেশি নামাবলী ফেলে দিয়ে বিজেপি তাইই আরও দ্রুত রূপায়িত করছে। রাজ্যের ''সীমিত ক্ষমতায়'' মার্ক্সবাদের নামাবলী জড়িয়ে সি পি এমও তাই করছে। দুর্নীতিতেও কেউ কারো চেয়ে কম নয়। তাই এসব দলগুলি ভোটের ময়দানে কেউ কারো বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে পারছে না। কুৎসা, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা, কুরুচিকর ব্যক্তিগত আক্রমণ সম্বল করে, প্রচারের তোড়ে তারা জনগণের বিচারবুদ্ধি হরণ করে, 'কে জিতবে কে হারবে' — এই উত্তেজনায় প্রতিবারের মত এবারও মাতাতে চাইছে।

হাতের কাছেই রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৃষ্টান্ত। ইরাক যুদ্ধের জন্য যেন ব্যক্তিগতভাবে জর্জ বুশ দায়ী — এমন একটা ভাব দেখিয়ে যুদ্ধবিরোধী মার্কিন জনগণকে ঠকাচ্ছে মার্কিন কর্পোরেট কর্তারা। বিশ্বজোড়া মার্কিন কর্পোরেশনগুলির স্বার্থেই প্রথম ইরাক আক্রমণ করেছিলেন রিপাবলিকান সিনিয়ার বুশ। যুদ্ধবিরোধী মার্কিন জনগণের ঘৃণার পাত্র হলেন তিনি। সাথে সাথে কর্পোরেট প্রভুরা খাড়া করল ডেমোক্র্যাট বিল ক্লিন্টনকে। যুদ্ধ তাতে বন্ধ হয়নি। ক্লিন্টন আফগানিস্থানকে শ্মশানে পরিণত করে দেন। আবার ক্ষুব্ধ মার্কিন জনগণকে ধোঁকা দিতে ভোটে 'রাজা' বদল হল। ক্লিন্টনের বদলে এলেন জুনিয়ার বুশ। ইরাক আক্রান্ত হল আবারও। এখন চলছে বুশকে সরিয়ে কেরিকে আনার সাজগোজ, কর্পোরেটদের দেওয়া কোটি কোটি ডলার ওড়ানো হচ্ছে মার্কিন জনতাকে আবার ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

এদেশেও আমেরিকার মতো অত নিখুঁতভাবে না হলেও একই আয়োজন চলছে। হয় বিজেপি ও তার জোট, নয় কংগ্রেস ও তার জোট এ দুয়ের মধ্যেই জনগণকে বাছতে হবে — এ কথাই বলছে বুর্জোয়ারা। এরই ঢাক পিটছে একচেটিয়া গণমাধ্যম। শাসক বামপন্থীরাও এই কোরাসে যোগ দিয়েছে। বুর্জোয়া বিকল্প জোটগুলির বিপরীতে জনগণের প্রকৃত বিকল্প গণআন্দোলনের জোট গড়ে তোলার পরিবর্তে তারাও 'ধর্মনিরপেক্ষতার' দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের পিছু ধরার রাস্তা নিয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর টাকার খেলা, দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দ্বারা জনগণকে ঠকানোর খেলা দেশের মানুষকে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে বিচারবুদ্ধি স্থির রেখে, প্রচারের স্রোতে ভেসে না গিয়ে, প্রকৃত গণআন্দোলনের শক্তিকে যেমন সংসদের বাইরে তেমন সংসদের ভিতরে শক্তিশালী করতে হবে।

ভারত উদয় ? স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কী বলে?

* ১৯৯১-৯২ সালে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছিল জি ডি পি'র ১.৪ শতাংশ; ২০০১-০২-এ তা নেমে গিয়েছে ০.৯ শতাংশে।
* পৃথিবীর যে তিনটি দেশে গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যুর হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ভারতবর্ষ তার অন্যতম।
* ২০০২ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে সকল নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখই করা হয়নি, যেটা ১৯৮৩-র জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তত বলা হয়েছিল।
* গত ৬ বছর ধরে কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা বন্ধ করার সরকারি আইন বলবৎ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যারা একাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সেইসব চিকিৎসকদের একজনকেও শাস্তি দেওয়া হয়নি।
* ভারতে স্বাস্থ্যখাতে বছরে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ মাত্র ১৬০ টাকা।
* ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০ জন নবজাতকের মধ্যে ৭০ জনই মারা যায়। তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার আরো বেশি — যথাক্রমে ৮৩% এবং ৮৪.২২%।
* সারা দেশে স্বাস্থ্যখাতে বার্ষিক মোট যে অর্থ খরচ হয়, তার মধ্যে সরকারি ব্যয়ের অংশ মাত্র ১৪.৩ শতাংশ। বিশ্বের যেসব দেশ স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে কম খরচ করে, ভারত তাদের অন্যতম।

(তথ্যসূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ১২-৩-০৪)

সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের জবাবে স্ট্যালিন

[ব্রিটেনের লেবার পার্টি সরকারের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী মিঃ মরিসনের একটি ঘোষণা সম্পর্কে স্ট্যালিনের জবাব ১৯৫১ সালে প্রথম 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বতন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সংরক্ষণাগারে রক্ষিত দলিল থেকে জানা যায় যে, স্ট্যালিন রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে এটি অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। অনেকেই জানেন, স্ট্যালিন রচনাবলীর ১৩টি খণ্ড এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সংশোধনবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর স্ট্যালিনের আর কোনও রচনাই প্রকাশ করা হয়নি। ২০০২ সালে মস্কোর 'ইলেকট্রনিক পাবলিকেশন' এটি প্রকাশ করে, যার ইংরেজি তর্জমা দিল্লির 'রেভলিউশনারি ডেমোক্র্যাসি' পত্রিকা ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। তার বাংলা তর্জমা আমরা এখানে প্রকাশ করছি।]

সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি সম্পর্কে মিঃ মরিসন দু'ভাগে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

মিঃ মরিসন জোরের সাথে বলেছেন, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই।

মিঃ মরিসন এ ব্যাপারে গুরুতর ভুল করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে যে রকম বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের ও ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে, শ্রমিক, চাষী ও বুদ্ধিজীবীদের যে রকম সংগঠন আছে, তা অন্য কোন দেশে নেই। শ্রমিক ও চাষীদের জন্য যত সংখ্যায় ক্লাব সোভিয়েট ইউনিয়নে আছে, বিশেষ করে শুধু তাদেরই জন্য যত বেশি সংখ্যায় সংবাদপত্র আছে তা অন্য কোথাও নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোথাও শ্রমিকশ্রেণীকে এমন সুসংবদ্ধভাবে সংগঠিত করা হয়নি। একথা কারও কাছেই গোপন নেই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী, আক্ষরিক অর্থে সমস্ত শ্রমিককেই ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত করা হয়েছে — যেমন সমস্ত চাষীদেরই কো-অপারেটিভগুলিতে সংগঠিত করা হয়েছে।

এ সত্য কি মিঃ মরিসন জানেন? তিনি অবশ্যই জানেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এগুলি জানার কোন ইচ্ছাও তাঁর নেই। রাশিয়ায় পুঁজিপতিদের যারা প্রতিনিধি, সোভিয়েট জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ীই যাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলে, তাদের কাছ থেকেই জ্ঞান আহরণ করতে মিঃ মরিসন পছন্দ করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্র চালাবার বা সংগঠন করার স্বাধীনতা নেই কেবলমাত্র জনগণের শত্রুদের এবং ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের, যাদের বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। একইভাবে যারা হাড়ে-মজ্জায় চোর, যারা অন্তর্ঘাতক, সন্ত্রাসবাদী, খুনি এবং ক্রিমিনাল — তাদের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন স্বাধীনতা নেই। এরাই লেনিনকে গুলি করেছিল, ভোলোদারস্কি, উরিস্টস্কি, কিরভকে হত্যা করেছিল, ম্যাক্সিম গোর্কি ও কুইবিসেভকে বিষ প্রয়োগ করেছিল — এ ধরনের সমস্ত ক্রিমিনাল, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী চোর, খুনি এবং যারা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত এদের সকলের একটিই উদ্দেশ্য, এরা সকলেই সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদকে আবার ফিরিয়ে আনতে চায়, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায় এবং গোটা দেশে শ্রমিক-চাষীর রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে চায়। বন্দীশালা ও লেবার ক্যাম্পগুলি রয়েছে এইসব ভদ্রমহোদয়দের জন্য এবং কেবল তাদেরই জন্য।

মিঃ মরিসন কি এসব লোকেদের জন্যই বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন? মিঃ মরিসন কি সত্যিই মনে করেন যে, এসব লোকেদের জন্য বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে অর্থাৎ শ্রমিকদের শোষণ করার স্বাধীনতা দিতে সোভিয়েট জনগণ রাজি হবে?

মিঃ মরিসন কিন্তু অন্য ধরনের স্বাধীনতা — যার তাৎপর্য বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির চেয়েও অনেক গভীরে — সে বিষয়ে নীরব রয়েছেন। শোষণের জোয়াল থেকে জনগণের স্বাধীন হওয়া, অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকারি, দারিদ্র্য থেকে জনগণের স্বাধীন হওয়া সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। সোভিয়েট ইউনিয়নে এইসব স্বাধীনতা যে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করছে, মিঃ মরিসন সম্ভবত তা জানেন না। অথচ ঠিক এইসব স্বাধীনতাগুলিই হচ্ছে অন্য সকল স্বাধীনতার বনিয়াদ। এজন্যই কি মিঃ মরিসন এসব বুনিয়াদী স্বাধীনতাগুলি সম্পর্কে মুখ খুলতে লজ্জা পাচ্ছেন — যেহেতু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইংল্যান্ডে এসব স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই, এবং লেবার পার্টি গত ছ'বছর ধরে ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী আজও শোষক পুঁজিপতিদের দাসত্ব করে যাচ্ছে।

মিঃ মরিসন জোর দিয়ে বলেছেন, লেবার পার্টি সরকার একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার। ফলে এ ধরনের একটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে রেডিও সম্প্রচারগুলি করা হয়, সোভিয়েটের দিক থেকে তাতে বাধা আসা উচিত নয়।

দুঃখের কথা, এ ব্যাপারে মিঃ মরিসনের সাথে আমরা একমত হতে পারছি না। লেবার পার্টি প্রথম যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখন কেউ ভেবে থাকতে পারে যে, এই সরকার সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করবে। কালক্রমে দেখা গেল, যে কোন বুর্জোয়া সরকারের সাথে কোনও পার্থক্যই নেই লেবার সরকারের। এই সরকারেরও লক্ষ্য পুঁজিবাদী কাঠামোকেই টিকিয়ে রাখা ও পুঁজিপতিদের জন্য বিস্তর মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

বাস্তবে, ইংল্যান্ডে পুঁজিপতিদের মুনাফা বছর বছর বাড়ছে, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি এক জায়গায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি, এই শ্রমিক-বিরোধী, শোষণমূলক শাসনব্যবস্থাকেই লেবার সরকার রক্ষা করছে। সেজন্য নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে, শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, এমনকী তাদের গ্রেপ্তার করছে। এমন একটি সরকারকে সমাজতান্ত্রিক বলা যায় কি?

কেউ ভেবে থাকতে পারে যে, লেবার সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন পুঁজিবাদী শোষণ নির্মূল হবে, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম নিয়ম করে কমানো হবে এবং শ্রমিকদের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটানো হবে। উল্টে আমরা দেখছি, ইংল্যান্ডে পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ছে, শ্রমিকদের মজুরি বেঁধে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যগুলির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। না, এ ধরনের রাজনীতিকে আমরা সমাজতান্ত্রিক বলতে পারি না। সোভিয়েট ইউনিয়নকে লক্ষ্য করে ইংল্যান্ড থেকে পরিচালিত রেডিও সম্প্রচার (বিবিসি) সম্পর্কে বলতে হয়, জনগণের যে শত্রুরা সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদী শোষণ ফিরিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, প্রধানত তাদের মদত দিতেই ঐ সম্প্রচারগুলি করা হয় এবং এটা সকলেই জানেন। এটা বোঝাই যায় যে, এইসব জনস্বার্থবিরোধী প্রচার, যা বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপেরই সামিল, তাকে সোভিয়েট সরকার সমর্থন করতে পারে না। মিঃ মরিসন বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সোভিয়েটের ক্ষমতা হচ্ছে একটি মনোলিথিক ক্ষমতা, কারণ, তা কেবলমাত্র একটি পার্টিরই ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, সেটি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। একই যুক্তিতে আমরাও বলতে পারি, ইংল্যান্ডের লেবার সরকারও একটি মনোলিথিক সরকার, যেহেতু এই সরকারও একটি পার্টিরই, অর্থাৎ একমাত্র লেবার পার্টিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

মূল কথা অবশ্য এটা নয়। এখানে মূল কথা হল, সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্টরা, প্রথমত স্বতন্ত্রভাবে একাকী কাজ করে না, পার্টির বাইরের মানুষদের (non party people) সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐতিহাসিক বিকাশে কমিউনিস্ট পার্টিই নিজেকে একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী পার্টি, জনগণের পার্টি রূপে প্রমাণ করেছে।

গত ৫০ বছর ধরে রাশিয়ায় যেসব প্রধান প্রধান পার্টি ছিল, রাশিয়ার জনগণ তাদের সকলকেই দেখেছে ঃ ভূস্বামীদের পার্টি (দি ব্ল্যাক হান্ড্রেডস্), পুঁজিপতিদের পার্টি (দি ক্যাডেট্স্), মেনশেভিক পার্টি (দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী), দি পার্টি অফ দি সোস্যাল রেভলিউশনারিজ (কুলাকদের রক্ষক), কমিউনিস্ট পার্টি। বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপথে আমাদের জনগণ সকল বুর্জোয়া পার্টিকে বর্জন করেছে এবং পছন্দ করেছে কমিউনিস্টদেরই যেহেতু তারা দেখেছে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই ভূস্বামী বিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী পার্টি। এটা একটা বাস্তব ঘটনা এবং বোঝাই যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি যে সংগ্রাম করেছে, তাকে সোভিয়েট জনগণ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে।

এই বাস্তব ঘটনাকে মিঃ মরিসন কী দিয়ে নস্যাৎ করবেন? তিনি কি মনে করেন, বিরোধীদের সন্দেহজনক মতলব চরিতার্থ করার প্রয়োজনে কেউ চাইলেই ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং যেসব পার্টি দীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গিয়েছে, তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারে?

বৈদেশিক রাজনীতি

মিঃ মরিসন দাবি করেছেন যে, লেবার সরকার শান্তি বজায় রাখার পক্ষে, তাদের দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও আশঙ্কা নেই। নর্থ আটলান্টিক চুক্তি যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনী তৈরির উদ্দেশ্যে হলেও এটি একটি অনাক্রমণ চুক্তি। ইংল্যান্ড অস্ত্র প্রতিযোগিতার পথে নামতে বাধ্য হয়েছে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সেনাবাহিনীর আকার যথেষ্ট পরিমাণে কমায়নি।

মিঃ মরিসনের এইসব দাবিগুলির মধ্যে দুঃখের বিষয় এক বিন্দুও সত্য নেই।

লেবার সরকার যদি প্রকৃতই শান্তির পক্ষে হয়, তাহলে কেন তারা পাঁচটি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে? কেন তারা সকল বৃহৎ শক্তির অস্ত্র হ্রাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছে? কেন তারা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে বলছে? শান্তির পক্ষে যারা দাঁড়াচ্ছে কেন লেবার সরকার তাদের উৎপীড়ন করছে? ইংল্যান্ডে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য যে পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে, কেন তারা সেই প্রচার নিষিদ্ধ করছে না?

মিঃ মরিসন চাইছেন আমরা যেন তাঁর মুখের কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু সোভিয়েট জনগণ কারোরই — তিনি যেই হোন না কেন — মুখের কথায় বিশ্বাস করে না। তারা মৌখিক ঘোষণা নয়, বাস্তবে কাজ দাবি করে।

একইভাবে মিঃ মরিসন যে বলেছেন — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সেনাবাহিনীর আকার যথেষ্ট পরিমাণে কমায়নি, সেটাও ধোপে টেকে না। সোভিয়েট সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, সেনাবাহিনীর আকার কমানো হয়েছে এবং বর্তমানে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর আকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার শান্তির সময়ের মতনই প্রায়। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বর্তমান সেনাবাহিনীর আকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। এই হচ্ছে বাস্তব তথ্য যা অস্বীকার করার উপায় নেই, অথচ এর বিরোধিতা করা হচ্ছে ভিত্তিহীন অমূলক বিবৃতি দিয়ে।

মিঃ মরিসন হয়তো চাইছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এমন সেনাবাহিনী রাখুক, যাদের অস্ত্রেরই কোন প্রয়োজন নেই। বাস্তবে সেনাবাহিনীর পিছনেই সরকারি বাজেটের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়, এবং সোভিয়েট জনগণ খুশি মনেই নিয়মিত সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পক্ষে মত দেবে, যদি বাইরের থেকে আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু ১৯১৮-২০ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের অন্যরকম শিক্ষা দিয়েছে। তখন ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স (জাপানের সাথে যুক্ত হয়ে) সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল এবং ইউক্রেন, ককেশাস, মধ্য এশিয়া, দূর প্রাচ্য ও আরখানজেলস্কি অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তিন বছর ধরে আমাদের কষ্ট দিয়েছিল। এই ঘটনা আমাদের শিখিয়েছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে অবশ্যই ন্যূনতম প্রায়োজনীয় আকারে নিয়মিত সেনাবাহিনী বজায় রাখতে হবে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকারীদের হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা সে রক্ষা করতে পারে। রাশিয়ানরা কখনও ইংল্যান্ডের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে, ইতিহাসে এরকম একটি নজিরও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইংরেজরা রাশিয়ার ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে ও ভূখণ্ড দখল করেছে এমন নজির ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে।

মিঃ মরিসন বলেছেন যে, রাশিয়ানরা জার্মান প্রশ্নে, ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে। এটি একটি ডাহা মিথ্যা এবং কত বড়

পাঁচের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের জবাবে স্ট্যালিন

চারের পাতার পর

মিথ্যা সেটা মিঃ মরিসনও জানেন। আসলে সত্য কী, সেটা সকলেই ভালো জানেন এবং তা হচ্ছে, এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে রাশিয়ানরা অস্বীকার করেনি। আসলে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা আগেই জানত যে, রাশিয়ানরা কখনই জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটানোর পথে যাবে না, পশ্চিম জার্মানিকে আগ্রাসন চালাবার ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করার পথে যাবে না।

তবে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে সহযোগিতা করতে রাশিয়া কখনই অস্বীকার করেনি। উল্টে রাশিয়া নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে যাতে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচী বাইরের হুকুমদারি ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুকুমদারি ছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলির সমতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতির ভিত্তিতে কার্যকর করা হয়।

একই ভাবে মিঃ মরিসন অভিযোগ করেছেন যে, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতায় এসেছে। কমিনফর্ম জোর-জুলুম চালাচ্ছে ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এসব কোনও অভিযোগেরই কোনও ভিত্তি নেই। কমিউনিস্টদের কুৎসা না করে যারা জল স্পর্শ করে না, একমাত্র তারাই এসব কথা বলতে পারে।

ঘটনা হচ্ছে, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এই দেশগুলির জনগণ শোষকদের ও বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর এজেন্টদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটাই জনগণের ইচ্ছা।

কমিনফর্ম প্রসঙ্গে বলা যায়, জোরজুলুম ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্যে কমিনফর্ম লিপ্ত আছে, একথা একমাত্র তারাই বলতে পারে যারা পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। কমিনফর্ম-এর দলিলগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সকলেই সেগুলি জানেন এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যাবতীয় কুৎসামূলক ও অবমাননাকর বক্তব্যকে ঐ দলিলগুলি পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে খুব জোর দিয়েই আমরা বলতে চাই, বলপ্রয়োগ কমিউনিস্টদের কর্মপদ্ধতি নয়। বরং উল্টোটাই সত্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাস্তবে সাম্যবাদের শত্রুরা ও অন্যান্য বিদেশি গুপ্তচরবাহিনীর এজেন্টরাই জোরজুলুমের রাস্তা নেয়। তার দৃষ্টান্তের জন্য বেশি খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। অতি সম্প্রতি ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী ও ট্রান্স-জর্ডনের রাজাকেও হত্যা করা হয়েছে। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড এই দেশগুলির শাসন ক্ষমতায় জোর করে পরিবর্তন ঘটাবার একমাত্র মতলব থেকেই করানো হয়েছে। কারা এদের হত্যা করেছে? কমিউনিস্টরা বা কমিনফর্মের সমর্থকরা করেছে কি? এরকম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই বরং মজার। মিঃ মরিসনই যেহেতু এব্যাপারে ভাল খোঁজখবর রাখেন, তাই সঠিক উত্তরটি পেতে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

মিঃ মরিসন বলেন, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি হচ্ছে একটি আত্মরক্ষামূলক চুক্তি। আগ্রাসন চালাবার জন্য নয়, উল্টে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই এর লক্ষ্য।

একথাই যদি সত্য হয়, তবে এই চুক্তির উদ্‌গাতারা কেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে এতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাননি? কেন তারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘিরে সামরিক আবেষ্টনী খাড়া করেছেন? কেন তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে গোপনে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন? হিটলার ও জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন কি প্রমাণ দেয়নি যে, সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এবং লড়তে চায়ও। এই চুক্তিতে যে নরওয়ে একজন স্বাক্ষরকারী — আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের লড়াই কি সেই নরওয়ের থেকেও খারাপ ছিল? এই উদ্ভট আচরণের কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

সোভিয়েট সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল যে, এই চুক্তিটি নিয়ে বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী পরিষদের সাথে আলোচনা করা হোক। নর্থ আটলান্টিক চুক্তিটি যদি ইংল্যান্ড-আমেরিকার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলকই হত, তবে সোভিয়েট সরকারের এই প্রস্তাবে তারা রাজি হল না কেন? তার কারণ কি এটাই নয় যে, এ চুক্তির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো সম্পর্কে অনুচ্ছেদ রয়েছে, যেটা চুক্তির উদ্‌গাতারা সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের কাছ থেকে গোপন করতে চান! রাজি না হওয়ার কারণ কি এটাই নয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণে সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বিমান ঘাঁটিরূপে পরিণত করতে লেবার সরকার সম্মতি দিয়েছে?

এ কারণেই সোভিয়েট জনগণ পুনরায় বলতে চায় যে, নর্থ আটলান্টিক চুক্তি হচ্ছে আগ্রাসন চালাবারই একটি জোট, যার টার্গেট হল সোভিয়েট ইউনিয়ন।

এ ঘটনা বিশেষ করে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কোরিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন দক্ষিণপন্থী চক্রের আগ্রাসী কার্যকলাপ থেকে। দু'বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী, শান্তিপ্রিয় জনগণকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, গ্রাম-শহরকে ধ্বংস করছে, নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এই হিংস্র কার্যকলাপকে কি কেউ আত্মরক্ষামূলক বলতে পারে? কেউ বলবে যে, ইংরেজ সেনাবাহিনী কোরিয়ায় গিয়ে কোরিয়ার জনগণের হাত থেকে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করছে? ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর এইসব কার্যকলাপকে সামরিক আগ্রাসন বলাই কি অধিকতর সততার পরিচায়ক হবে না?

মিঃ মরিসন পারেন তো এমন কী একজন সোভিয়েট সৈন্যকেও দেখান, যে শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। না, এমন একজন সোভিয়েট সৈন্যও নেই। এবং মিঃ মরিসন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিন যে, কেন ইংরেজ সৈন্যরা কোরিয়ার শান্তিপ্রিয় জনগণকে হত্যা করছে, কেন ইংরেজ সৈন্য স্বদেশ থেকে বহুদূরে এক অচেনা দেশে গিয়ে মারা যাচ্ছে?

এ কারণেই সোভিয়েট জনগণ মনে করে, বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতি একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে।

রানিনগরে বিক্ষোভ মিছিল

রাজ্য সরকার কর্তৃক ঢালাও মদের লাইসেন্স বিলি ও পঞ্চায়েতি ট্যাক্সবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, ভেঙেপড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সহ ১৮ দফা দাবির ভিত্তিতে এস ইউ সি আই রানিনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি ২নং বিডিও অফিসে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড আবুল আক্তার এবং কমরেড বিনয় সরকারের নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল বিডিও'র সঙ্গে স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনায় বসেন। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। পরে এক পথসভায় বিভিন্ন বক্তা বলেন, জনগণের আন্দোলনের চাপেই সেখপাড়া, নবীপুরে মদের লাইসেন্স দিয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়েও সরকার দোকান করতে পারেনি। এই সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য দাবিগুলি পূরণের লক্ষ্যে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের কাছে তাঁরা আহ্বান জানান।

কোচবিহারে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দাবিপত্র পেশ

২০ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস কোচবিহার শহরে রাজ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করতে এলে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী মঞ্চেই বিভিন্ন দপ্তরের ৬ জন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী ডেপুটেশন গ্রহণ করেন। ডি এস ও'র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, গোটা জেলায় প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই খুলতে হবে। এছাড়াও যৌনশিক্ষা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়। ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন, চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি বাতিলের দাবি সম্বলিত ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড গৌরাঙ্গ দেবনাথ, জেলা সভাপতি কমরেড মৃণালকান্তি রায় ও জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড মমতা সরকার ও প্রদীপ রায়। পরে একটি সুসজ্জিত মিছিল কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে।

কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়ীতে ডি এস ও'র উদ্যোগে আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১লা ফেব্রুয়ারি। সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে আহূত এই সম্মেলনে ১০৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। কমরেড প্রভাত রায়কে সভাপতি এবং কমরেড সঞ্জিত রায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৬ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের শেষে একটি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে।

ইরাক ডায়েরি

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম বাগদাদের সড়ক ধরে দ্রুতগতিতে ছুটে চলা মার্কিন সেনা কনভয় লক্ষ্য করে দু'জন সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধা গ্রেনেড আক্রমণ চালায়। হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। (ডেকান হেরাল্ড, ১৬-২-০৪)

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদ শহর থেকে ৩৯০ কিমি দূরে মসুল শহরে রাস্তার ধারে পেতে রাখা হাতে তৈরি বোমায় মার্কিন সেনা কনভয়ের একটি গাড়ি উল্টে গেলে একজন মার্কিন সেনা নিহত এবং অপর দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (এ এফ পি, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৭-২-০৪)

বাগদাদ শহরের উত্তরে তাল আফার অঞ্চলে সন্ধ্যার সময় এক বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন টাস্ক ফোর্স 'অলিম্পিয়া'র এক সেনা নিহত এবং অপরজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। মধ্য বাগদাদে মার্কিন অশ্বারোহী সেনাদের প্রথম ডিভিশনের একজন সেনা নিহত হয়েছে বোমা বিস্ফোরণে। (এ-পি ও এ-এফ-পি, হিন্দু, ১৮-২-০৪)

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদ থেকে ৫৫ কিমি উত্তর পূর্বে বাকুবা শহরে রাস্তার ধারে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে তিনজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। রাজধানীর উত্তরে অপর একটি ঘটনায় ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন মার্কিন সেনা নিহত এবং চারজন আহত হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, রয়টার্স, ১৮-২-০৪)

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদ শহর থেকে প্রায় ১২০ কিমি দক্ষিণে জিল্লা শহরে কাকভোরে ক্যাম্প চার্লি নামে পোলিশ সেনাঘাঁটিতে দুটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ১৩ জন ইরাকি অসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১২ জন ফিলিপিনিয়, ১০ জন পোলিশ, ১০ জন হাঙ্গেরিয় ও ২ জন মার্কিন সেনাকে নিয়ে মোট ৬৪ জন জোট সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এটাই বৃহত্তম গেরিলা আক্রমণের ঘটনা। (এ পি, দি গার্ডিয়ান ১৮ এবং হিন্দুস্থান টাইমস ১৯-২-০৪)

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যরাতে মর্টার, রকেট ও বোমা নিয়ে ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একটি দল বাগদাদের প্রধান কারাগারে হানা দেয়। মার্কিন সেনারা বাধা দিতে এগিয়ে এলে আক্রমণকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিন মার্কিন সেনা নিহত হয়। (এ এফ পি, ডেকান হেরাল্ড ২০-২-০৪)

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদ থেকে ৬০ মাইল দূরে খালিদিয়া শহরে এক বোমা বিস্ফোরণে দুজন মার্কিন সেনা এবং একজন ইরাকি পুলিশ নিহত হয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে অদ্যাবধি গেরিলা আক্রমণে মোট ২৫০ জন ইরাকি পুলিশের মৃত্যু হয়েছে। (হিন্দু, ২০-২-০৪)

২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদ শহর থেকে ৭৫ কিমি দূরে বালাদ শহরে বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সেনা কনভয়ের কয়েকজন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এসব সেনারা দেশে ফেরার বিমান ধরতে কুয়েত যাচ্ছিল। (এ এফ পি, পি টি আই)

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইরাকে মার্কিন প্রশাসনিক কর্তাদের গাড়িতে গেরিলারা আক্রমণ চালায়। আরোহী একজন ইরাকি দোভাষী ও তিনজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (হিন্দু, ২২-২-০৪)

২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সামনের রাস্তার ধারে পেতে রাখা দেশি বোমায় ২ জন পথচারী মারা গেছে। পরিচয় জানা যায়নি। (হিন্দু, রয়টার্স, ২৩-২-০৪)

২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কুর্দ জনজাতি অধ্যুষিত উত্তর ইরাকের কিরকুক শহরের এক পুলিশ চৌকির কাছে বিস্ফোরক ঠাসা একটি গাড়ি সজোরে ছুটে এসে পুলিশ চৌকির দেওয়ালে ধাক্কা মারলে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং সমগ্র অঞ্চলটি কেঁপে ওঠে। বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাস্থলে ১৩ জন নিহত এবং ৩৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। হতাহতের বেশির ভাগই হচ্ছে ইরাকি পুলিশ। (ডেকান হেরাল্ড, ২৪-২-০৪)

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গেরিলাদের গুলিতে একটি মার্কিন সেনা হেলিকপ্টার পশ্চিম ইরাকের একটি নদীতে ভেঙে পড়লে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত হয়। (দি স্টেটসম্যান, ২৬-২-০৪)

২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ফালুজাস্থিত মার্কিন সেনা শিবিরে গভীর রাতে মর্টার নিয়ে গেরিলারা আক্রমণ চালিয়েছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদাদের উত্তরে সামারার কাছাকাছি টাইগ্রিস ও ইউফেট্রিস নদীর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত দোরা তেল শোধনাগার এবং নিকটবর্তী তেলের পাইপলাইনের উপর গেরিলারা আক্রমণ চালিয়েছে। এর ফলে তেল শোধনাগারটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সামারার কাছে পাইপ লাইনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দোরা তেল শোধানাগার থেকে বইজি প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপলাইনে এখন আগুণ জ্বলছে। পেট্রল ঘাটতি মেটানোর জন্য ইরাকের তেল শোধনাগারগুলি মাস দুয়েক হল কাজ শুরু করেছে। তবে বারেবারেই গেরিলাদের হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে সেগুলিকে। (আঃ বাঃ পঃ ২৮-২-০৪)

ইরাকের আসল ঘটনাবলী যা পেন্টাগন চেপে রাখার চেষ্টা করছে

ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতির যে পরিমাণটা পত্র-পত্রিকায় দেখানো হচ্ছে, আসল ক্ষয়ক্ষতি তার চাইতে অনেক গুণ বেশি। ইউরোপস্থিত ইরাকি কমিউনিস্ট পার্টির (ক্যাডার) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ইরাকি গেরিলা যোদ্ধাদের প্রতিরোধ লড়াইয়ে এ যাবৎ দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী নিহত হয়েছে ৩৪২৫ জন, আহত হয়েছে ৩৪৩৪ জন। ১০১১টি সাঁজোয়া গাড়ি , ৫৫টি রেল কোচ, ৫৫টি হেলিকপ্টার, ৪টি মাল পরিবহন বিমান, তিনটি এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান এবং ৫টি গানবোট ধ্বংস হয়েছে। ৮৩ জায়গায় তেলের পাইপ লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলির উপর ৯৮ বার আক্রমণ চালানো হয়েছে। [নিউ ওয়ার্কার (লণ্ডন)১৬-১-০৪]

আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেল

একের পাতার পর

ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘট যথার্থই সফল হয়েছে, ধর্মঘটের ডাকে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ যেরকম ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে, তা যৌথ আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনাকেই সূচিত করছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত এক প্রেস বিবৃতিতে ধর্মঘট সফল করার জন্য ভারতের শ্রমজীবী জনগণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন। যতদিন মূল দাবি অর্জিত না হয়, ততদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সকল অংশের শ্রমিক-কর্মচারীদের আবেদন করেছেন।

এ দিনই দিল্লিতে এক যুক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সহসভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সি আই টি ইউ'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড চিত্তব্রত মজুমদার, এ আই টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড গুরুদাস দাশগুপ্ত, ইউ টি ইউ সি'র অবনী রায় ২৪শে'র ধর্মঘটের সাফল্যকে ভারতে অভূতপূর্ব বলে অভিহিত করেছেন।

ইউ টি ইউ সি -লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, রাজ্যের সর্বস্তরের শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যই ধর্মঘট এমন সফল হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন আই এন টি ইউ সি এবং বি এম এস-এর সাথে যুক্ত এ রাজ্যের হাজার হাজার শ্রমিককে, যাঁরা এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে তাদের নেতৃত্বের মালিকস্বার্থরক্ষাকারী নীতি ও ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে, খনি, বন্দর, তেল, ইস্পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মঘট সফল করেছেন শ্রমিকরা। বেসরকারি শিল্পে ও সংস্থায়, চটকল শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, চা বাগান শ্রমিক ইত্যাদি সংগঠিত ও অসংগঠিত সকল অংশের শ্রমিকরাই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। এক কথায়, সকল অংশের শ্রমিকরাই এদিন কাজ বন্ধ রাখেন।

ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে ও ধর্মঘটের দিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কর্মী-সংগঠকরা সক্রিয় ভূমিকা নেন। দিল্লিতে যুক্ত মিছিলে অংশ নেওয়া ছাড়াও, কেন্দ্রীয় বনদপ্তরের কর্মচারীরা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান। হাসপাতালকে সাধারণ ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হলেও হাসপাতাল কর্মচারীরা এদিন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে কালো ব্যাজ পরিধান করে ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে সংগঠিত এক বিরাট শ্রমিক মিছিলকে পুলিশ আটকে দেয় এবং ১৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। বিভিন্ন জেলায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর মিছিল সংগঠিত হয়। বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এমনকী গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও ধর্মঘট সফল হয়েছে। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের খনিগুলিতে এদিন কোন কাজ হয়নি। কেরালা ও কর্ণাটকে কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য মিছিলে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী যোগ দেয়। তামিলনাড়ুতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা লিগনাইট খনি প্রকল্পে ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল করেছেন। খনি ও বিদ্যুৎ শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে। আসামে তৈল শোধনাগারগুলি ও চা-বাগানগুলি বন্ধ ছিল, রাস্তায় সরকারি বাস চলেনি, সরকারি অফিসগুলি ছিল ফাঁকা। গৌহাটিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সংগঠক কমরেড বিমল নন্দীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জনগণের সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনের উপর আসামে কয়েক দশক ধরে কার্যত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলা যায়, এবার সেখানেও শ্রমিকরা ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নেমে মিছিল করেছেন।

এবারের ধর্মঘটে সরকারি কর্মচারীদের বিপুল সাড়া ছিল লক্ষণীয়। সুপ্রিম কোর্টের রায় বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধেই হওয়ায়, সরকারি কর্মচারীরা দলে দলে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

অপর বৈশিষ্ট্যটিও উল্লেখ করার মতো। বি এম এস এবং আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব প্রথমে ধর্মঘটে রাজি হয়েও পরে পিছিয়ে যায়। নেতৃত্বের এই বিশ্বাসঘাতকতায়, এই দুই সংগঠনের অন্তর্গত ইউনিয়নগুলির ক্ষুব্ধ সদস্যরা বিরাট সংখ্যায় এবার ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

ধর্মঘটের আহ্বায়ক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকার মধ্যে এবার দু'টি পৃথক রাজনৈতিক লাইন খুব স্পষ্ট ছিল। বড় সংগঠনগুলি সাধারণ ধর্মঘটকে সামনে রেখে আসন্ন নির্বাচনের প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী এই ধর্মঘটকে জরুরি আন্দোলনের একটি প্রয়োজনীয় ধাপ রূপেই দেখিয়ে বলেছে, এই ধর্মঘটে সফলতা এমনভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, কর্ম ও কর্মী সংকোচন ও শ্রমিক কর্মচারীর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে চলতে থাকা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার পথে এক কদম এগোন যায়। মনে রাখতে হবে, একদিনের ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবেনা, নির্বাচনে সরকার বদলের দ্বারাও শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি অর্জিত হবেনা।

সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে যেমন এই ধর্মঘট আওয়াজ তুলেছে, পাশাপাশি এ বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিরও করণীয় দায়দায়িত্বের প্রতিও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বাধীনতার পর ৫৬ বছর ধরে কেন্দ্রীয় কিংবা কোন রাজ্য সরকারই সংবিধানের ৩০৯নং ধারার নির্দেশ অনুযায়ী ভারতীয় সংসদ কিংবা রাজ্য বিধানসভাগুলিতে কর্মচারীদের জন্য চাকরীর শর্তাবলী ও অধিকার সংক্রান্ত কোনও আইন প্রণয়ন করেনি। মূলত চালু রেখেছে ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সার্ভিস কনডাক্ট রুলস্ যেখানে পরিষ্কার ভাষায় ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে; যার সুযোগ নিয়েই সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের রায় দিতে পেরেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অবশ্যই বিচারব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

এই পটভূমিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী দাবি তুলেছে—ধর্মঘটের অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে এই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা বিচারবিভাগ দিতে না পারে। এ ছাড়াও সমস্ত শ্রমিকবিরোধী কালাকানুন ও সার্ভিস কনডাক্ট রুলস্ বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে।

২৪শের সফল ধর্মঘট আরও শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, শ্রমিক-কর্মচারীরা সেই অনুযায়ী ভূমিকা নেবেন — এটাই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী আশা করে।

ক্ষুধার্ত মা বেচছে সন্তান

একের পাতার পর

ধনকুবেরদের সন্তানদের বিবাহের খবর ছাপা হচ্ছে সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে। সিনেমার সুপারস্টারকে উত্তরপ্রদেশের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' হিসাবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এখন শুধু 'বলিউড'ই নয়, আরো অনেকেই স্বপ্ন বেচে খায়।

পরিকল্পনা কমিশন পরিসংখ্যানের ভেল্কিবাজিতে দরিদ্রের সংখ্যা যতই কমিয়ে দেখাক, এদেশের ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার বৈষম্যের ওপর কিন্তু তার সামান্যতম প্রভাবও পড়ে না। একের পর এক নির্বাচন আসে আর দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ প্রবলতর হয়। সেইসঙ্গে প্রাচুর্যের প্রেক্ষাপটে নির্মমভাবে ফুটে ওঠে দারিদ্র্যের ছবি। সরকারি গুদামে পচে ওঠা রাশি রাশি খাদ্যশস্যের স্তূপের তলায় চাপা পড়ে যায় দরিদ্রের আর্তনাদ। ভারতীয় রেলদপ্তরের স্বল্প বেতনের মাত্র ৩৮ হাজার পদে চাকরি পেতে দরখাস্ত করে ৭৫ লক্ষ তরুণ-তরুণী — সংখ্যায় যা গোটা সুইজারল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। অথচ বিষয়টি কাউকে ভাবায় না, কারণ দেশ এখন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মহাসড়ক ধরে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। অথচ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পক্ষেত্র এদেশে মাত্র ৫ লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে।

খাদ্যশস্যের অঢেল প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর ৮৬ কোটি (৮৬০ মিলিয়ন) নিরুপায় মানুষ পেটে ক্ষিধের জ্বালা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। এদেশে দারিদ্র্যের প্রকোপ এত বেড়েছে যে, এই মানুষগুলোর এক-তৃতীয়াংশ আজ ভারতের বাসিন্দা। প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধাই এদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রকটভাবে টিকে রয়েছে। ক্রমাগত বেড়ে ওঠা বেকারত্বের কারণে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি থেকে ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং না খেতে পেয়ে মারা যাওয়ার বহু খবর বার বার সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসছে। এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের মতো 'হাইটেক' রাজ্য যেখানে অর্থনীতির রথ নাকি প্রগতির পথে তরতরিয়ে এগিয়ে চলছে, সেইসব রাজ্য থেকেও গত ২০০২ সালে না খেতে পেয়ে বহু মানুষের মৃত্যুর খবর এসেছে। এই পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের শাসনেও বন্ধ চা বাগানের শত শত শ্রমিক খেতে না পেয়ে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়েছে। অথচ সরকার বলছে, অনাহারে মৃত্যুর খবর তাদের কাছে নেই। অতি সম্প্রতি বন্ধ কারখানা ডানলপ ও মেটাল বক্সের শ্রমিক, পরিবারের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে না পারার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে। ক্ষুধার্ত শিশুর রোজকার কান্না সহ্য করতে না পেরে মা শিশুসন্তানদের বিষ দিয়ে হত্যা করে বলেছে — ওরা আর কাঁদবেনা। এসব চাপা দিয়ে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের কায়দায় বলছে — উন্নয়ন চলছে, চলবে।

আবার ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষ ''উদ্বৃত্ত'' খাদ্যশস্য রপ্তানি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর শুরুতে ৬ কোটি টন খাদ্যশস্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও খাতা-কলমের হিসাবেই ৩২ কোটি মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে ভুগেছে। কিন্তু শাসকদের কাছে এসবের কোনো তাৎপর্য নেই। তাই গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ২০০২ সালে বিদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এখন ভোটের বিজ্ঞাপনে সরকার রঙিন ছবি দিয়ে বলছে, ২০০২-০৩ সালে তারা ৭ হাজার কোটি টাকার খাদ্যশস্য রপ্তানি করেছে। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য পশুখাদ্য হিসাবে রপ্তানি করা হয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষজনের জন্য বেঁধে দেওয়া দামের চেয়েও কম দামে। অথচ, কোনো রাজনৈতিক নেতা, এমনকি রাজ্যসভা বা লোকসভার নামকরা সদস্যদের মধ্যে একজনও এই বিষয়টিকে আলোচনার জন্য তুললেন না।

পাহাড়ের মতো জমে-ওঠা খাদ্যশস্যের স্তূপের মাথায় সরকার যখন বসে থাকে তখনও দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। ২০০১ সালে 'ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া'-র গুদামগুলি খাদ্যশস্যে একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছু বস্তা পচে গিয়েছিল, ইঁদুরেও বেশ খানিকটা নষ্ট করে ফেলেছিল। এদিকে সরকার যখন দেখল যে খাদ্যশস্য রপ্তানি করার জন্য বাজার পাওয়া যাচ্ছে না তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে বস্তাগুলোকে সমুদ্রে ফেলে নষ্ট করে দেওয়া হবে, কারণ তা না হলে নতুন ওঠা ফসল রাখার জায়গা পাওয়া যাবে না। সে বছর জমে ওঠা খাদ্যশস্যের পরিমাণ এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে পর পর বস্তাগুলিকে শুধু সাজিয়ে ফেললে সেগুলি সোজা চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অথচ এত খাবার পড়ে থাকা সত্ত্বেও সেই ২০০১ সালে এদেশের ১৩টি রাজ্যে না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল বহু মানুষ।

সেই বছরই প্রতিটি ভারতবাসীর খাদ্য পাওয়ার মৌলিক অধিকারটি সুনিশ্চিত করার আদেশ প্রার্থনা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে কয়েকটি সংগঠন। বিচারপতি বি এন কৃপাল এবং বিচারপতি কে জি বালকৃষ্ণণের একটি বেঞ্চ সরকারকে নির্দেশ দিয়ে বলেন — এমন কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করুক যাতে গুদামগুলিতে খাদ্যশস্য যখন উপচে পড়ে এবং বিক্রি না করতে পেরে সেগুলি যখন নষ্ট করে ফেলা হয় তখন একজন নাগরিকও যেন ক্ষুধার্ত না থাকে। সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য সরকারকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। ওড়িশা, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যসরকারগুলি কোর্টের এফিডেবিটে স্বাক্ষরও করে।

এসব ঘটনা ২০০১ সালের। অথচ এরও দু-বছর বাদে সুমিত্রা বেহেরাকে দুই সন্তানের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে নিজের একমাস বয়সী শিশুকন্যাটিকে বেচে দিতে হল। মধ্যপ্রদেশের শিবপুরি জেলায় কিছুদিন আগে করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে রাজ্যের ৪০টি ব্লকের ৬ হাজার ৭৮৫টি বাচ্চা প্রবল অপুষ্টির শিকার, অর্থাৎ ব্লক পিছু গড়ে ১৬০ জন পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। অন্য রাজ্যগুলিরও একই হাল। অপুষ্টি, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এসব খবর মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি'দের নাড়া দেয় না — না খেতে পেয়ে কারোর মৃত্যু হলে তবেই তারা সাফাই গেয়ে কিছু বিবৃতি দেন। যেমন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলকাতায় এসে বলে গেলেন, রাজ্যে রাজ্যে চাষীদের আত্মহত্যার জন্য চাষীরাই দায়ী। তাঁর বক্তব্য, কেন তারা বহুমুখী কৃষি উৎপাদনে যায়নি? চমৎকার, এ না হলে মন্ত্রী হন কি করে!

যে বিশ্বব্যবস্থা দারিদ্র্য আর বঞ্চনাকে চিরস্থায়ী করে রাখার ষড়যন্ত্রে মেতেছে, ভারত সেই ব্যবস্থারই অংশ। ক্রমাগত বেড়ে চলা দারিদ্র্য আর ক্ষুধার বাস্তব চিত্রকে জনসাধারণের চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলে সরকারি দল ও আমলারা 'ফিল গুড'-এর যে ঢাক পেটায়, তাতে সমর্থন দেয় টাটা-বিড়লা আম্বানিদের মত শিল্পপতি মালিকরা। এতেই বোঝা যায়, দারিদ্র্যের মূলেও রয়েছে এরাই। সরকারে বিজেপি বা কংগ্রেস যেই থাকুক, গরিবের জীবনের দুঃখ তাতে ঘোচেনি। কংগ্রেস সরকারে বসে ঠিক যেভাবে মালিকদের সেবা করেছে, বিজেপিও সরকারে বসে সেটাই করছে। ভোটে জয়ী হলে বিজেপি পুনরায় এটাই করবে, কংগ্রেসও সে পথেই চলবে। এর কোন অন্যথা হওয়ার উপায়ই নেই। কারণ, এদুটো দলেরই চরিত্র এক, তাহল, এরা ভারতের ধনকুবেরদের দল। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম সরকারের নীতিতেও কংগ্রেস, বিজেপিরই ছায়া। কারণ, সরকারে থাকার জন্য সি পি এম মালিকদের সেবা করার পথই নিয়েছে। এদের ভোটের প্রচার দেখে কিন্তু বোঝা যাবে না এদের আসল চরিত্র। আসলে ভোটের বাহারি প্রচার তো জনগণকে ঠকাবার জন্যই, নয়তো কী প্রয়োজন হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের, মালিকরাই বা কেন কোটি কোটি টাকা দেবে এইসব দলকে। তাই এদের মধ্যে যেকোন দলকে ভোট দিলেই জনগণকে ঠকতে হবে — যেমন এতদিন তারা ঠকে এসেছেন। ওদের মিথ্যা প্রচারে ও নানারকমের জালিয়াতিতে জনগণ ভুলে যাচ্ছেন বলেই ওরা ঠকাতে পারছে। গরিব মানুষ যদি স্থির করেন, না, আমরা ভোটবাজ দলগুলোর মিথ্যা প্রচারে ভুলবনা, ভোটেও শক্তিশালী করব সেই দল ও শক্তিকে, যারা গরিবের হয়ে সত্যই লড়াই করে, কারণ, আসল শক্তি রয়েছে গণআন্দোলনের মধ্যে, তবেই মানুষ আজ না হোক একদিন অবশ্যই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবেন।

(হিন্দুস্তান টাইমস ৩১-১-০৪ পত্রিকায় দেবিন্দর শর্মার নিবন্ধ থেকে কিছু তথ্য নেওয়া হয়েছে। লেখক দিল্লিতে ৩-৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।)

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য
ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩*
২। *প্রকাশের কাল ঃ পাক্ষিক*
৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী*
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলিকাতা-৭০০০১৩
৪। *প্রকাশকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলিকাতা-৭০০০১৩
৫। *সম্পাদকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলিকাতা-৭০০০১৩
৬। *সত্বাধিকারী ঃ*
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ৪৮ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী
১-৩-২০০৪ প্রকাশকের স্বাক্ষর

২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট প্রসঙ্গে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন (জেপিএ)

২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট প্রসঙ্গে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশনের (জেপিএ) সর্বভারতীয় আহ্বায়ক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

সরকারি কর্মচারীদের প্রতি কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হুমকি একদিকে যেমন দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সরকারের ধর্মঘটের অধিকার বিরোধী চরিত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছে, অন্যদিকে আজকের সাধারণ ধর্মঘটে সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের মত সরকারি কর্মচারীরাও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ধর্মঘট বিরোধী রায় সম্মিলিত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে সংগঠিত বিক্ষোভ সমাবেশগুলি থেকে একথা পরিষ্কার যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির বেসরকারীকরণ, কর্মীসংকোচন এবং অর্জিত অধিকার হরণের নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসে ধিক্কার জানিয়ে
২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের সামনে এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

এদের হাতেই নাকি নতুন ভারত গড়ে উঠবে

কেলেঙ্কারির তালিকা

প্রধানমন্ত্রী যখন জওহরলাল

কেলেঙ্কারির নাম	কত টাকার
মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি	৩ কোটি
খনি কেলেঙ্কারি	২ কোটি
কায়রোঁ কেলেঙ্কারি	১ কোটি

প্রধানমন্ত্রী যখন ইন্দিরা

নাগরওয়ালা কেলেঙ্কারি	৬০ লক্ষ
জমি কেলেঙ্কারি (ভজনলাল)	.....
তুলমোহন কেলেঙ্কারি	.....
সোনা, হাতঘড়ি চোরাচালান কেলেঙ্কারি	১৯ কোটি
ইন্দিরা প্রতিষ্ঠান কেলেঙ্কারি	....
তৈলকূপ খনন কেলেঙ্কারি	৭ লক্ষ ২৬ হাজার

প্রধানমন্ত্রী যখন রাজীব

জেলা কোঅপাঃ কেলেঙ্কারি (কানপুর)	৪ কোটি
সমবায় ঋণ কেলেঙ্কারি (বিহার)	৫৮৭ কোটি
বাজেট কেলেঙ্কারি (উঃ প্রঃ)	১০০০ কোটি
বফর্স কেলেঙ্কারি	৬৫ কোটি
ও এন জি সি অর্ডার কেলেঙ্কারি	৩.৩৫ কোটি
ভুয়ো লটারি কেলেঙ্কারি (মঃপ্রঃ)	
৫৭৭ সরকারি প্লট কেলেঙ্কারি (মহাঃ)	২০০০ কোটি
ডুবোজাহাজ কেলেঙ্কারি	৩০ কোটি
চেক পিস্তল কেলেঙ্কারি	
এয়ারবাস কেলেঙ্কারি	২০০ কোটি

প্রধানমন্ত্রী যখন নরসিংহ

শেয়ার কেলেঙ্কারি	৫০৮৪ কোটি
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক তছরূপ কেলেঙ্কারি	৭৬৩ কোটি
ঠিকাদারি কেলেঙ্কারি	৭ কোটি
এ বি ভি লোকো কেলেঙ্কারি	১৯০ মিলিয়ন ডলার
চিনি কেলেঙ্কারি	.....
পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি (বিহার)	৯৫০ কোটি
সুখরামের টেলিকম কেলেঙ্কারি	১২০০ কোটি

প্রধানমন্ত্রী যখন অটলবিহারী

তথ্য-প্রযুক্তি কেলেঙ্কারি	৬.৫ কোটি
চিনি কেলেঙ্কারি	.....
টেলিকম কেলেঙ্কারি	৫০,০০০ কোটি
মরিশাস কর ছাড় কেলেঙ্কারি	২,৯০০ কোটি
ওমান সার প্রকল্প কেলেঙ্কারি	১৫,০০০ কোটি
ইউনিট ট্রাস্ট কেলেঙ্কারি	৯,৫০০ কোটি
শেয়ার কেলেঙ্কারি (কেতন পারিখ)	২,২১৮ কোটি
ফৌজিদের জামা-জুতো-কফিন কেলেঙ্কারি	২,১৭৫ কোটি
তহলকা কেলেঙ্কারি	.....
পেট্রল পাম্প, রান্নার গ্যাস কেলেঙ্কারি	২,৫০০ কোটি
চোরাই বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র কেলেঙ্কারি	২৫ কোটি
জেরক্স কেলেঙ্কারি	৩.৫ কোটি
দিল্লির জমি কেলেঙ্কারি	১.৯২ কোটি
সাংখ্যবাহিনী প্রকল্প কেলেঙ্কারি	২৭৫ কোটি
তেলগির স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারি	২৩,০০০ কোটি
জুদেও ঘুষ কেলেঙ্কারি	.....

অনেক ক্ষেত্রেই টাকার পরিমাণ জানা যায়নি। সর্বশেষ ৩০০০ কোটি টাকার ডেনেল কোম্পানির কামান কেলেঙ্কারি তালিকায় নেই।

মহান নেতা স্ট্যালিনের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

গণদাবী'র বিশেষ সংখ্যা

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

কলকাতায় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার এস ইউ সি আই কর্মী-সংগঠকদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির (২৮ ফেব্রুয়ারি — ১ মার্চ) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুকোমল দাশগুপ্ত, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় স্টাফ, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী সহ জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

রামপুরহাটে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

বিদ্যুৎ পরিষেবায় বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ সহ বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল ও গ্রাহকদের মিটার রিডিং না নিয়ে পর্ষদ কর্তৃক বিল পাঠানো, মোটা অঙ্কের ভুয়া বিল পাঠানো, বিনা নোটিশে লাইন কাটা প্রভৃতি গ্রাহক বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার রামপুরহাট জে এল বিদ্যাভবনে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন রামপুরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, অ্যাবেকার স্থানীয় শাখার সহ সভাপতি তারাচাঁদ প্রসাদ গুপ্তা। অ্যাবেকার সম্পাদক রঞ্জিত দাস সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বিগত দিনে সমিতি যে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমিটির সভাপতি এবং ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রিয়শঙ্কর ব্যানার্জী। প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ব্যাখ্যা করে দেখান কিভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে মুনাফা ভিত্তিক শিল্পে পরিণত করা হচ্ছে। সভায় হুগলি জেলা সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য প্রদ্যোৎ চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে ৪ মার্চ এস-ই'র নিকট গণডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষিত হয়।

চিকিৎসার গাফিলতিতে ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কোচবিহার এম জে এন হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী মৌসুমী সাহার অকালমৃত্যু ঘটে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি। অভিযোগে প্রকাশ ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত্রি সাড়ে এগারোটায় মৌসুমীকে ভর্তি করানো হয়, কিন্তু চিকিৎসার অবহেলায় তার মৃত্যু হয়। এই ধরনের অবহেলা এম জে এন হাসপাতালে প্রায়শই ঘটছে। কোচবিহার জেলা ''হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির'' পক্ষ থেকে অভিযোগের তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি করে ২১ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এম জে এন হাসপাতালের সুপারের কাছে।

'গণশক্তি'র পাতায় বিজেপি'র প্রচার

এই হল বিজেপি'র বিরুদ্ধে সিপিএম-এর লড়াইয়ের নমুনা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net